ঢাকায় সেপ্টেম্বরে ই-কমার্স মেলা

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশের জনপ্রিয় আইসিটি ম্যাগাজিন কমপিউটার জগৎ-এর আয়োজনে আগামী ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঢাকায় শুরু হতে যাচ্ছে ই-কমার্স মেলা। এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার শাহবাগে বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে।

এবারের মেলায় দেশের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য এবং সেবাসমূহ দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরবে। প্রদর্শনী ছাড়াও মেলাতে থাকছে সেমিনার, কর্মশালা, অ্যাওয়ার্ড নাইট, ই-ডিরেক্টরি প্রকাশ এবং গেমিং প্রতিযোগিতাসহ নানা আয়োজন।

ই-কমার্স মেলা উপলক্ষে ১২ আগস্ট ২০১৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে মেলার আয়োজকেরা সাংবাদিকদের মেলার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করাসহ মেলা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ই-কমার্স মেলার আহ্বায়ক আবদুল ওয়াহেদ তমাল সাংবাদিকদের বলেন, 'ই-কমার্স বাংলাদেশে এখন দিন দিন বেড়ে চলছে। বাংলাদেশে এখন তিন কোটির বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে। এসব ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী। এরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-কমার্স সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। অনেক তরুণ-তরুণী ৯টা-৫টা চাকরি না করে তাদের নিজেদের ই-কমার্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের অনেকেই সফল হয়েছে। দেশে বর্তমানে ছোট-বড় কয়েকশ' ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ ছাড়া প্রায় দুই হাজার প্রতিষ্ঠান ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যবসায় করছে।'

মেলায় কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক সাংবাদিকদের বলেন, 'দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এবারের ঈদে অনলাইনভিত্তিক বাজার ৪০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এসব অনলাইন কেনাকাটার ৬৫ শতাংশ ফেসবুকে সম্পন্ন হয়েছে। গত বছর ঈদে অনলাইনে প্রায় ১১ কোটি টাকার মতো লেনদেন হয়। অনলাইনে কেনাকাটার ৭৫ শতাংশ হয় ঢাকায়। বাকিটা চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, বগুড়াসহ অন্যান্য এলাকায়। এ থেকেই বোঝা যায়, দেশে ই-কমার্সের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। দেশের ই-কমার্স খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সাধারণ মানুষ যাতে ই-কমার্স সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠে, সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা এ মেলার আয়োজন করেছি।'

সম্মেলনে বাসবিডি.কম (busbd.com) ও সোয়ানসফট লি.-এর মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস ডিরেক্টর মো: সিদ্দিকুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, '২০১২ সাল থেকে তারা অনলাইনে বাসের টিকেট বিক্রি করে আসছেন এবং বর্তমানে ২০টি পরিবহন সংস্থার টিকেট তারা বিক্রি করছেন। এবারের ঈদে তারা বাসের প্রায় ২০ হাজার টিকেট বিক্রি করেছেন। কমপিউটার জগৎ-এর এ উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ঢাকা ই-কমার্স মেলা ২০১৪-এর মাধ্যমে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ তাদের এ সেবার কথা জানতে পারবে।'

কমপিউটার জগৎ-এর বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার আতিকুর রহমান বলেন, 'ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখন ই-কমার্সের জয়জয়কার। সেখানে ই-কমার্সের প্রসার এত দ্রুত হারে বাড়ছে যে, প্রচলিত পদ্ধতির দোকানগুলোর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে। বাংলাদেশে ই-কমার্স খাতের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। বিগত ই-কমার্স মেলাগুলোতে হাজার হাজার উৎসাহী মানুষের উপস্থিতিই তা প্রমাণ করে।'

ই-কমার্সভিত্তিক ব্লগ ইকমবিডি.নেট (ecombd.net)-এর সম্পাদক রাজীব আহমেদ বলেন, 'চলতি দশক হচ্ছে এশিয়ার ই-কমার্সের উত্থানের দশক। ২০১৫ সাল নাগাদ চীনের ই-কমার্সের বাজারের আকার দাঁড়াবে ৫৪০ বিলিয়ন ডলার এবং তা যুক্তরাষ্ট্রকেও ছাড়িয়ে যাবে। প্রতিবেশী দেশ ভারতেও ই-কমার্স দ্রুতগতিতে বাড়ছে।'

এসএসএল কমার্সের সিনিয়র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার জুবায়ের হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশে ই-কমার্সের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সবাইকে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ই-কমার্স মেলার শুরু থেকেই কমপিউটার জগৎ-এর সাথে এসএসএল কমার্স ছিল এবং এবারও থাকবে।'

এবারের মেলায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দেশের ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন। মেলায় পার্টনার হচ্ছে দি ডেইলি স্টার এবং টিম ইঞ্জিন। এ ছাড়া টিভি পার্টনার একাত্তর, রেডিও পার্টনার ঢাকা এফএম, ওয়েব পার্টনার বাংলানিউজ২৪ডটকম, গেমিং পার্টনার গিগাবাইট এবং ইন্টারনেট পার্টনার ঢাকাকম লি.। আরও থাকছে বিশিষ্ট আইসিটি ব্যক্তিবর্গ ও বর্ষসেরা ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা দেয়া উপলক্ষে অ্যাওয়ার্ড নাইট প্রোগ্রাম।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ই-কমার্স মেলার আহ্বায়ক আবদুল ওয়াহেদ তমাল ও অন্যান্য কর্মকর্তা

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে ই-কমার্স মেলার আয়োজন করে। ঢাকা মেলার সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কমপিউটার জগৎ সিলেট, চট্টগ্রাম এবং গত বছরের সেপ্টেম্বরে লন্ডনের মিলেনিয়াম গ্লুচেস্টার হোটেলে ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স মেলার আয়োজন করে। প্রতিটি মেলাতেই প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরের মে মাসে পঞ্চমবারের মতো বরিশালে ই-কমার্স মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আশা করা যাচ্ছে, এবারের ঢাকা মেলাতেও প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম ঘটবে। মেলায় আসা দর্শনার্থীদের কোনো প্রবেশমূল্য এবং সেমিনারে অংশ নেয়াদের কোনো রেজিস্ট্রেশন চার্জ লাগবে না। মেলা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জানা যাবে e-commercefair.com এই সাইটের মাধ্যমে কজ